

# সোনাগাজী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজের ঘত অপকর্ম

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৯ এপ্রিল ২০১৯

শ্লীলতাহানির  
মামলা করায় গত  
শনিবার এক  
ছাত্রীকে পুড়িয়ে  
হত্যাচেষ্টার পর  
ফেনীর  
সোনাগাজী  
ফাজিল মাদ্রাসার  
অধ্যক্ষ সিরাজ-  
উদ দৌলার নানা  
অপকর্মের তথ্য  
প্রকাশ পেয়েছে।  
এর আগেও



একাধিক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে  
অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলার বিরুদ্ধে। অভিযোগ  
তিনি একেক সময় একেক ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে  
যৌন হয়রানি করতেন। এ অপকর্ম করতে  
অধ্যক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষকদের কার্যালয় থেকে নিজ  
দফতরটি আলাদা ভবনে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি  
সাইক্লোন সেল্টারে দোতলায় দফতর করেছেন।  
তার এসব অপকর্মের অন্যতম সহযোগী

মাদ্রাসার পওনু কয়েকজন ছাত্র এবং স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা।

এর আগেও ওই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে ঘোন হয়েরানির লিখিত অভিযোগ দেয়া হলেও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি এবং প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এছাড়া মাদ্রাসায় অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতাসীনদের হাতে রেখে নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলাসহ নানা অভিযোগ রয়েছে অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলার বিরুদ্ধে।

আমাদের ফেনী প্রতিনিধি জানান, অধ্যক্ষ সিরাজকে এর আগে এক শিশু বলাইকারের অভিযোগে ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নের সালামতিয়া মাদ্রাসা থেকে বরখাস্ত করা হয়। এছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে নোয়াখালীর বসুরহাটের রঙ্গমালা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে চাকরিচুত করা হয় তাকে। তার বিরুদ্ধে ঘোন হেনস্টা, প্রতুরণা, নাশকতা ও চেক জালিয়াতিসহ সোনাগাজী ও ফেনী থানায় চারটি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে। চেক জালিয়াতির মামলায় ২০১৭ সালেও জেল খেটেছিলেন তিনি। জামায়াতের সাবেক রোকন অধ্যক্ষ সিরাজকে ২০১৬ সালে নেতৃত্ব স্থলন, তহবিল তচ্ছুলপসহ নানা অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সোনাগাজী ফাজিল মাদ্রাসায় যোগদানের প্র সিরাজ উদ দৌলা প্রতিষ্ঠানটিকে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘোন হেনস্টার আখড়ায় পরিণত করেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। তার এসব অপরাধের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিভাবকরা অভিযোগ জানালেও প্রতিষ্ঠানটির

ব্যবস্থাপনা কামাটুর কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ছয় মাস আগেও এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ঘোন হয়রানির অভিযোগ করেছিলেন মাদ্রাসার আরেক ছাত্রী।

এর আগে উম্মুল কুরা মাদ্রাসা নামে ফেনী শহরে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সিরাজ। ওই প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে নেয়া বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠে সিরাজের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে চারজন শেয়ারহোল্ডার তার বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতির মামলা করেন। এ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণে দীঘদিন ধরে একাধিক গ্রন্থ সক্রিয় আছে। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, দুই দশক আগে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ পান সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদের মৃত কলিম উল্যার ছেলে সিরাজ উদ দৌলা। যথাযথ যোগ্যতা নাথকায় জাল কাগজপত্র বানিয়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে ঢোকেন বলে এর আগেও অভিযোগ উঠেছিল। এ নিয়ে চার বছর আগে মাদ্রাসার তৎকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটির অভিভাবক সদস্য এবং সোনাগাজী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবদুল মান্নান শিক্ষ্য মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজি বরাবর একটি অভিযোগ জমা দেন। ওই অভিযোগে বলা হয়, ফাজিল মাদ্রাসায় নিয়োগ পেতে হলে আলিম মাদ্রাসায় চাকরির ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। অর্থাৎ সিরাজ তার আগেকার দুটি দাখিল মাদ্রাসায় চাকরি করার ভুয়া অভিজ্ঞতা

সনদ জমা দেন বলে আভিযোগ রয়েছে। এই মাদ্রাসায় নিয়োগ পাওয়ার পর সিরাজ সুবিধাবাদীদের সঙ্গে নিয়ে অনিয়মের মহোৎসবে মেটে ওঠেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, সোনাগাজী ফার্জিল মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক গ্রন্তপ সক্রিয় ছিল। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন এ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। অধ্যক্ষের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে তার অপকর্ম ঢাকার অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে। তবে এ অভিযোগ অঙ্গীকার করে রুহুল আমিন গণমাধ্যমকে জানান, ‘কোন ধরনের অপরাধকে আমরা প্রশ্ন দিই না। রাফিকে আগুন দেয়ার ঘটনায় আমি ন্যায়বিচার চাই। দোষী যে-ই হোক না কেন আমি প্রকৃত দোষীর সবোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।’ এদিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শেখ আবদুল হালিম মামুন বলেন, ‘অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের তথ্য এর আগে প্রশংসনকে জানিয়েছি। কিন্তু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ একটি গ্রন্ত তাকে রক্ষা করতে সব সময় মরিয়া হয়ে অবস্থান নেন।’

সোনাগাজী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোয়াজেজমু হোসেন বলেন, ‘অধ্যক্ষ সিরাজের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্টা ও চেক জালিয়াতিসহ তিনটি মামলা রয়েছে। এসব বিচারাধীন এসব মামলায় তিনি দফায় দফায় কারাভোগ করেছেন।

অপকর্ম করতো নিজের আফস আদালা করোচুল  
 অধ্যক্ষ : ছাত্রীদের সঙ্গে অপকর্ম করতে অধ্যক্ষ  
 সিরাজ নিজের দফতরটি আলাদা করেছেন।  
 সাইক্লোন সেল্টারের দোতলায় বিভিন্ন সময়ে  
 বিভিন্ন ছাত্রীদের দেকে নিয়ে শ্লীলতাহানি  
 করতেন অধ্যক্ষ। একাধিক ছাত্রী অধ্যক্ষ সিরাজ  
 উদ দৌলা কর্তৃক ঘোন হেনস্তার শিকার হলেও  
 লোকলজ্জার ভূয়ে প্রকাশ করেননি। গত ২৭ মার্চ  
 সবশেষ যে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন তার দুই  
 মাস আগে আরও এক চাত্রীর শ্লীলতাহানি  
 করেছেন। ওই ঘটনায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে  
 লিখিতভাবে অভিযোগ করা হলেও কোন বিচার  
 হয়নি। এর আগেও একাধিক চাত্রীকে পিওন দিয়ে  
 দেকে নিয়ে নিজ কক্ষের মধ্যে শ্লীলতাহানি  
 করতেন অধ্যক্ষ। ওই খানে অধ্যক্ষ সিরাজ খাস  
 কামরাও তৈরি করেছেন। অধ্যক্ষ সিরাজ  
 পিওনদের দিয়ে দেকে নিয়ে ছাত্রীদের নানা  
 প্রলোভনে ফেলে শ্লীলতাহানি করতেন। তার  
 বিরুদ্ধে কেউ ভয়ে মুখ খুলতে পারতো না। তার  
 বিরুদ্ধে যাতে কেউ কোন কথা বলতে না পারে  
 এজন্য নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছেন। মাদ্রাসার  
 কয়েকজন ছাত্র তার অপকর্মের সহযোগী।  
 এছাড়া পিওনরা তার অপকর্মের অন্যতম  
 সহযোগী।

মামলা করলে দক্ষ ছাত্রী ও তার পরিবারকে হত্যা  
 করা হবে; হুমকি দিয়েছিল পিঙ্গিপাল ও তার  
 সহযোগীরা : গতকাল দক্ষ ছাত্রীর পরিবারের  
 সদস্যরা জানায়, সোনাগাজী খাজিদাতুল কোবরা  
 মহিলা মাদ্রাসা থেকে এ প্লাস পেয়ে দাখিল পাস

(এসএসসু) পাস করার পর ২০১৭ সালে সোনাগাজী পৌরশহরের থানার অদূরে জেলার ঐতিহ্যবাহী সোনাগাজী সিনিয়র ফার্জিল মাদ্রাসায় আলিমে ভূতি হন দন্ধ ছাত্রী। মেধাবী এ ছাত্রী মাদ্রাসায় ভর্তির পর থেকে সরাসরি না হল্লেও আকারে ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময়ে দন্ধ ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করত। সবশেষ আলিম পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে গত ২৭ মার্চ অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দ দৌলা ওই ছাত্রীকে পিওন নুরুল আমিনকে দিয়ে ডেকে নেয়। তখন ফুর্তি ও নিশান নামে দুই বান্ধবীকে নিয়ে দন্ধ ছাত্রী প্রিন্সিপাল সিরাজউদ্দ দৌলার কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে আলিম পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার আধাঘণ্টা পূর্বে প্রশ্ন দেয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাৰ দেয়। তখন দন্ধ ছাত্রীর দুই বান্ধবী প্রিন্সিপালের কক্ষের বাইরে। এক পর্যায়ে প্রিন্সিপাল সিরাজ উদ্দ দৌলা দন্ধ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করে। ওই ছাত্রী এমন পরিস্থিতে থেকে রক্ষা পেতে দ্রুত বের হয়ে আসে। এরপর বাড়ি গিয়ে তার মা ও পরিবারের সদস্যদের প্রিন্সিপালের কুকুর্তির কথা প্রকাশ করে। মেয়ের ঘটনা শুনে দন্ধ ছাত্রীর মা ও ভাই এলাকার কাউন্সিলর ইয়াছিন মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওইদিন প্রিন্সিপালের কাছে এসে ঘটনার বিষয়ে জানতে চান। একপর্যায়ে প্রিন্সিপাল উত্তেজিত হয়ে ওই মেয়ের ছোট ভাইকে (একই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী) মারপিট করার জন্য মাদ্রাসার কিছু ছাত্রদের ডেকে নিয়ে আসে। একই সময় থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য। ওই সময় অধ্যক্ষ হুমকি দেয় এ ঘটনায়

যাদ মুখ খোলে তাহলে ছাত্রা ও ছাত্রার পারিবারকে মেরে লাশ টুকরো টুকরো করা হবে। একপর্যায়ে সেনাগাজী থানার একজন এসআই (যিনি বতমানে শ্লীলতাহানির ঘটনায় করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) প্রিন্সিপালের কক্ষে আসলে প্রিন্সিপাল দুর্ঘ ছাত্রীর ভাই ও মাকে পুলিশে দেয়ার চেষ্টা করেন। পরে ওই কর্মকর্তা দুর্ঘ ছাত্রীকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বললে ছাত্রী এসে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে। ওই সময় ফুর্তি ও নিশান নামে দুই বান্ধবী প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তীতে পুলিশ উল্লেটো প্রিন্সিপালকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলে দুর্ঘ ছাত্রীর মা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার পর থেকে প্রিন্সিপালের অন্যতম সহযোগী একই মাদ্রাসার ছাত্র নুরে আলম, মাদ্রাসার ছাত্রলীগ নেতা শাহে আলম শামিম, জাবেদ ও মহিউদ্দিন শাকিলসহ কয়েকজন দুর্ঘ ছাত্রী ও তার পরিবারকে অব্যাহত ঝুমকি দিয়ে মামলা তুলে নিতে বলে। সর্বশেষ ঘটনার দিন মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক মাদ্রসা ছাত্রীর ভাইকে ফোন করে মামলা তুলে নিয়ে আপস করবে কিনা জানতে চায়।

মামলা কুরে ভয়ে বাসা থেকে বের হতে পারেনি দুর্ঘ ছাত্রীর এক ভাই : গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজে দুর্ঘ ছাত্রীর ভাই রায়হান জানান। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় অধ্যক্ষের অনুসারীরা তাকে মারধর করতে চেয়েছিলো। তিনি ৫ দিন বাসা থেকে বের হতে পারেননি। তার

বড় ভাই মাহমুদুল হাসান ও অণ্য আরেক ভাইও ছিলো আতঙ্কে। দুর্ঘ ছাত্রীর স্বজনরা জানায়, এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুদুর রহমান অধ্যক্ষের পক্ষ নিয়ে ছাত্রদের দিয়ে মানববন্দ করেছেন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য। মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিচার দাবী করে আরেক কাউন্সিলর মাদ্রাসা ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে পাল্টা বিশ্বেত্ব করেছেন। এ নিয়ে দুই কমিশানের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। আমি মাদ্রাসা অধ্যক্ষের অপকূর্মের কথা তুলে ধরে পোস্টারিং করলে সেই পোস্টার ছেলেদের দিয়ে ছিড়ে ফেলে অধ্যক্ষের অন্যতম ক্যাডার নুরউদ্দিন। মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ একটি ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছেন। এসব বাহিনীর সেল্টারে মাদ্রাসার ছাত্র, এলাকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও রয়েছে। এর মধ্যে মাদ্রাসা কমিটির সহসভাপতি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভপাতিও আছেন। মাদ্রাসায় নানা রকম দুর্নীতি রয়েছে। এসব দুর্নীতির সঙ্গে পিণ্ডিপাল ও তার সহযোগীরা জড়িত।